কবর

সুমাইয়া আফরিন সাদিয়া
শ্রেণি : ৫ম, রোল : ২০
শাখা : খ, শিফট : দিবা

ঐ দেখা যায় কবর স্থান
ঐ আমাদের ঘর
ঐখানেতে থাকতে হবে সারা জীবন ভর

ও কবর তুই চাস কী
টাকা-পয়সা নিস কী
ঘুষ আমি খাই না।
মুমিন বান্দা পাই না।

একটা যদি পাই
ওমনি ধরে জান্নাতে পাঠাই।

স্কুল

অদ্রিজা ঘোষ
শ্রেণি :, রোল :
শাখা : , শিফট : দিবা

প্রথম যেদিন পা রেখেছি
আমাদের এই স্কুলে,
নতুন নতুন বন্ধু পেয়ে
যাচ্ছিলাম সব ভুলে।

শিক্ষকদের ভালোবাসা
মাঠে মজার খেলা,
আনন্দেতে শিখছি পড়া
যাচ্ছে কেটে বেলা।

এত ভালো ক্লাসরুম তাই
রোজ পড়তে আসি,
শাসন, বারণ, আদর পেয়ে
স্কুলকে ভালোবাসি।

মা

প্রমা সরকার
শ্রেণি : =, রোল : ১৭
শাখা : খ, শিফট : দিবা

জন্ম যখন হয়েছে মাগো
পেয়েছি তোমার কোল
থেকেছি তোমার কোলে ঘুমিয়ে পাইনি কোনো দুঃখ।
সুখেও তুমি থেকেছ মাগো থেকেছ তুমি দুখে
রাত্রি জেগে থেকেছ মাগো
আমারি সব অসুখে।
জন্মের পর প্রথম বন্ধু
তুমিই ছিলে মাগো
তোমার মতো বন্ধু পেয়ে পৃথিবী হয়েছে স্বর্গ।

স্বাধীনতা

মারিয়া আক্তার
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ, রোল : ৫৯
শাখা : ক, শিফট : দিবা

স্বাধীনতা কাকে বলে
বলতে পার তুমি?
স্বাধীনতা নয়তো শুধু
একখন্ড ভূমি।
স্বাধীনতা মানে হচ্ছে
বুক ফুলিয়ে চলা।
স্বাধীনতা মানে হচ্ছে
সৎ সাহসে চলা।

প্রিয় বাংলাদেশ

জান্নাতুল ফেরদৌস
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ, রোল : ১৪
শাখা : ক, শিফট : দিবা

সবুজ শ্যামল শস্য ঘেরা
রূপের নেইকো শেষ,
এদেশ আমার জন্মভূমি
প্রিয় বাংলাদেশ।
এদেশেরই গাছে গাছে
পাখির কলতান,
স্বাধীনভাবে গায় যে তারা
মন জুড়ানো গান।
সোনার দেশের এত কিছু
কে করিলেন দান,
সবকিছুর স্রষ্টা তিনি
আল্লাহ মেহেরবান।

মাকে লেখা চিঠি

সাবিহা আক্তার সানভী
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ৫২
শাখা : খ, শিফট : দিবা

মাগো তুমি কেমন আছো
কোথায় আছো, কুশল লিখে
পত্র দিও পত্র,
হালকা ব্যায়াম, খাওয়া-দাওয়া
ঠিকমতো সব করছো কিনা?
লিখো কয়েক ছত্র।
ঠিকমতো ঘুম হয় কিনা আর
হারাওনি তো চশমা আবার
লিখবে সকল তথ্য,
লিখতে চিঠি হাত কাঁপে কি?
হাঁটতে গেলে হাঁপাও নাকি?
খাচ্ছো তো সব পণ্য?
খবর দিও খবর–
এই চিঠিটা রেখে এলাম
ঠিক যেখানে আমার মায়ের
জোনাক জ্বলা কবর।

মানুষ যাহারে তুমি তাহারে

ফাহমিদা ইলমা
শ্রেণি : ৮ম, রোল : ০৮
শাখা : খ, শিফট : দিবা

মানুষ যাহারে কাঁদায় হেলায়,
তুমি তাহারে দাও হাসি।

মানুষ যাহারে কাটা দেয় বুকে,
তুমি তাহারে দাও ফুল।

মানুষ যাহারে করে তাহারা।
তুমি তাহারে দাও বাঁশি।

মানুষ যাহারে করে না পরশ,
তুমি তাহারে লও বুকে।

মানুষ যাহারা দেয় দুঃখ জ্বালা,
তুমি তাহারে রাখ সুখে।

মানুষ তাহারে ন্যায় ভুল পণে
তুমি তাহারে টেনে আনে সৎ পণে

মানুষ যাহারে নাহি দেয় আশা,
তুমি তাহারে দাও গো ভরসা।

মানুষ যাহারে ব্যথা হানে বুকে
তুমি তাহারে দাউ স্নেহ

প্রিয় মাতৃভূমি

অতিবা হক মম
শ্রেণি : ৮ম, রোল : ০৭
শাখা : ক, শিফট : দিবা

আমার দেশের কাদামাটি
সোনার চেয়েও দামি,
আমার দেশের বনবনানি
অনেক বেশি নামী।
মায়ের ভাইয়ের স্নেহ দেখে,
অবাক হবে তুমি।
গ্রীষ্মের রোদ, জৈষ্ঠ্যের মিঠা
শরতের কাশ, শীতের পিঠা
হেমন্তের ধান, বসন্তের ফুল।
অজানা মায়াবী মনে মোরে করিল আকুল।
তাইতো বলি বাংলাদেশ,
আমার স্নেহের মাতৃভূমি।

মুগ্ধ

শ্রাবণী আক্তার
শ্রেণি : ৯ম, রোল : ৫২
শাখা : ক, শিফট : দিবা

আমার নাম মুগ্ধ
সারাদিন করি যুদ্ধ,
এই হাসি, এই কাঁদি
মাঝে মাঝে পিছু লাগি।
ঘুম ভাঙলে সবাই বলে
এই যে উঠল দুষ্টটা
সারাদিনের পাগলামিতে
কেটে যায় সময়টা।
পড়ার সময় ভুল করলে
মা খোঁজে চিরুনিটা।
দৌড়ে পালাই নানুর কাছে
বাঁচাও আমায় মারবে বলে,
এই আমার সারাবেলা
আদর সোহাগে হলো সারা।

শীতের বাংলাদেশ

প্রমা কর্মকার পিউ
শ্রেণি : ৮ম, রোল : ১১
শাখা : ক, শিফট : দিবা

নবান্নেরই দিন পেরিয়ে
শীতের আমেজ এলো,
নীল কুয়াশার চাদর পরে
প্রকৃতি রূপ পেল।
হিমকুয়াশার ফাঁকে ফাঁকে
সূর্য লুকোচুরি,
পানকৌড়ির ডুব সাঁতারে
নেই তো কোনো জুড়ি।
খেজুর গাছে রসের হাঁড়ি
পিঠা-পুলির ঘ্রাণ,
যায় না ভোলা শীতের কাছে
হাজার অবদান।
শীতের সকাল রূপের রঙে
সাজায় পরিবেশ,
সরষে ফুলের হাসি আমার
শীতের বাংলাদেশ।

মা

শ্রাবণী আক্তার
শ্রেণি : ৯ম, রোল : ৫২
শাখা : ক, শিফট : দিবা

পাহাড়সম মর্যাদা মার
নেই তুলনা ধরাতে,
খেদমত করে যেতে চাই
শান্তিময় জান্নাতে।
লাল-সবুজের দেশে আমি
জন্মে অনেক ধন্য,
বহুযুগ বেঁচে থাকো মা
এই দোয়া তোমার জন্য।
নীল-আকাশ নদী-নালা
সব আল্লাহর সৃষ্টি,
সর্বদা চাইগো প্রভু
রহমতের বৃষ্টি।

বইমেলা

মেহ্‌নাজ হাসান ফাইজা
শ্রেণি : ৮ম, রোল : ৩
শাখা : খ, শিফট : দিবা

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো মাসে,
অমর বইমেলায় কতো যে বই আসে।
বই নিয়েই বইমেলা; রয়েছে বইয়ের বাহার,
মন যায় না ছুটে বইয়ের ভিতর কাহার।

লেখকেরা মন মাতায় শব্দের গীতিতে,
তাই লেখক চায় পাঠকের মন জিতিতে।
গল্প-কবিতায় জীবনের খেলা চলে,
বই আমাদেরকে নিজেদের কথা বলে।

সাহিত্য আমাদের শেখায় বাঁচাতে বইয়ের প্রাণ,
বইয়ের পাতায় থাকে অপূর্ব সেই সুন্দর ঘ্রাণ।
বইপ্রেমীরা ছুটে আসে অমর সেই বইমেলায়,
নিমগ্ন থাকে শুধু বই নিয়ে পড়ার খেলায়।

বাবুই পাখি

ফারিয়া আক্তার
শ্রেণি : ৮ম, রোল : ০১
শাখা : খ, শিফট : দিবা

বাবুই পাখি
বাবুই পাখি
পাতার বাড়িঘর
বাঁধিস বাসা
দেখতে খাসা–
নিপুণ কারিগর।

বাড়ির পাশে
তালের গাছে
আয়রে দেখে যা
দুলছে বাসা
ভেতর ঠাসা
বাবুই পাখির ছা।

অংকের হিরো

সুজানা আহম্মেদ
শ্রেণি : ৮ম, রোল : ৩৮
শাখা : খ, শিফট : দিবা

অংকে আমি হিরো,
বারে বারে পেয়ে থাকি,
বড় বড় জিরো।
বীজগণিতে অতি পাকা
শুধু সূত্রে ভুল।
পাটিগণিত করতে গেলে,
পাকে মাথার চুল।

ঢাকা

প্রত্যাশা ইসলাম জুঁই
শ্রেণি : ৮ম, রোল : ৪৬
শাখা : খ, শিফট : দিবা

ঢাকা তো ঢাকা নয়
বাড়িঘর পাকা।
সবকিছু খোলা তবু
তারই নাম ঢাকা
যা চাই তা পাই
লাগে শুধু টাকা
মায়া নেই দরদ নেই
তারই নাম ঢাকা।

বাঘের কি নাম? মুস্তাফিজ!!

কাজী আদর আলম (জীম)
শ্রেণি : ৮ম, রোল : ৪৭
শাখা : ক, শিফট : দিবা

ক্রিকেট মাঠে বাঘের ভয়
ভয় ছড়াল বিশ্বময়,
বল হাতে বাঘ তুলল ঝড়
দৃশ্য কী যে ভয়ঙ্কর!
প্রথম ম্যাচেই করল মাত
টিম ইন্ডিয়া ধূলিস্যাৎ,
দ্বিতীয় ম্যাচে একই হার
টিম ইন্ডিয়া মটকে ঘাড়।
বুঝিয়ে দিল বাঘ কি চিজ?
বাঘের কি নাম? মুস্তাফিজ!!

সংখ্যা কবিতা

মোসাঃ আইনা ইসলাম
শ্রেণি : ৩য়, রোল : ৫৯
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

এক আর দুই
কাতলা আর রুই।
তিন আর চার
আজ শুক্রবার।
পাঁচ আর ছয়
অন্ধকারে লাগে ভয়।
সাত আর আট
সোনালি ধানের মাঠ।
নয় আর দশ
খেতে মজা খেজুরের রস।

আমার বাংলা

শ্রাবণী খাতুন মাইশা
শ্রেণি : ৪র্থ, রোল : ৪৩
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

বাংলা আমার মায়ের ভাষা
বাংলা আমি গাই,
বাংলা পথে হাঁটি চলি
বাংলা ফল খাই।

বাংলা আমার স্বাধীন হলো
২৬শে মার্চ রাতে,
এখনও রোজ শান্তি খুঁজি
সকাল-সন্ধ্যা প্রাতে।

এখন পড়ছি বাংলা পড়া
চির উন্নত মম শির
হায়রে কোথায় হারিয়ে গেল
বাংলার লক্ষ লক্ষ বীর।

ছুটি

তাসফিয়া হাসান ফারিশা
শ্রেণি : ৩য়, রোল : ৯
শাখা : খ, শিফট : প্রভাতী

পরীক্ষা শেষে লাগে Boring
তখন হাতে আসে একটা ফড়িং।
সে বলে, 'খেলবি যদি সাথে মোর',
তবে আমার পিছন ঘোর।
ফড়িং ধরতে ছুটছি পিছে
কবে আমার আসবে কাছে।

পরী

রুমাইশা আক্তার
শ্রেণি : ৫ম, রোল :৮
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

রাত হয়েছে ঘুম পেয়েছে
চোখের পাতা ভারি,
পড়া খাওয়া সব ফেলে
ঘুমাই তাড়াতাড়ি।

ঘুমের মাঝে দেখি আমি
সোনার একটি পরী
সেই পরীটি আমায় নিয়ে
দিচ্ছে আকাশ পাড়ি।

মা

আয়েশা খাতুন হুমায়ারা
শ্রেণি : ৫ম, রোল : ১৫
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

মা একটি মধুর শব্দ আমরা যদি বলি,
মায়ের কথামতো আমরা সদা চলি।
আমার সকল সুখে
হাসি ফোটে মায়ের মুখে।
বিপদে মা মাথায় বুলায় হাত
খিদে পেলে মুখে তুলে দেয় ভাত।
মা কখনো আসতে দেয় না চোখে জল
মায়ের মতো আদর স্নেহ কোথায় পাবো বল!

মা

নাজিয়া সুলতানা নাইমা
শ্রেণি : ৫ম, রোল : ২৬
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

মা যে আমার হিরে মাণিক
জোছনারাতের আলো
আদার স্নেহ ভালোবাসায়
মনটা রাখে ভালো
মায়ের মুখে মধুর হাসি
চাঁদের আলো রাশি রাশি
এই পৃথিবীর সবার চেয়ে
মাকে বেশি ভালোবাসি।

এতিম শিশু

সিমরান জাহান
শ্রেণি : ৫ম, রোল : ৪৬
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

ওরা আমার খেলার খাথী,
মেহেজাবিন আর মিশু
বাবা-মাকে হারিয়ে ওরা,
আজকে এতিম শিশু।

এখন থাকে দাদির সাথে,
ওদের দাদি ভিক্ষুক,
মনটা আমার কেঁদে ওঠে,
কে হবে তাদের রক্ষক?

আজকে মাগে ওদের বাড়ি,
হয়নি কোনো রান্না,
খেলতে গিয়ে শুনতে পেলাম,
ওদের ভীষণ কান্না।

সারাটা দিন না খেয়ে সব,
ক্ষুধার জ্বালায় মরে।
খাওয়ার মতো কোনো কিছুই,
নেই যে ওদের ঘরে।

আমরা তো মা খেয়ে-দেয়ে
আছি বড় মুখে।
দাওনা গো মা খাবারটা আজ
এতিম শিশুর মুখে।

ঈদের দিনে

নাজমুন নাহার পূর্ণতা
শ্রেণি : ৫ম, রোল : ০৬
শাখা : খ, শিফট : প্রভাতী

ঈদের দিনে কত্তো মজা
নতুন জামা পরতে,
নানা আর দাদার বাড়ি
ঘোরা-ফেরা করতে।
ধনী-গরিব মিলে মিশে
নতুন সমাজ গড়তে,
আত্মীয়স্বজন কাঁধ মেলায়
কোলাকুলি করতে।
ঈদের দিনে কত্তো মজা
নানান জায়গা ঘুরতে
সালাম করে নতুন টাকা
পকেট ভরে পুরতে।

নদীর ছল

মাহি ইসলাম
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ, রোল : ২০
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

ঐ দেখো বয়ে যায়
আঁকা-বাঁকা নদী,
জল তার করে ছল
ঢেউ নিরবধি।
ঐ দেখো ছুটে চলে
মাঝিদের দল,
নৌকায় হৈ চৈ
সে কি কোলাহল!
ঐ শোনো জাল টেনে
গলা ছেড়ে গান,
ইলিশের লাফানিতে
খুশি মন-প্রাণ।

মা

আনিকা মণি
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ, রোল : ২৫
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

কতোদিন দেখিনা মাগো তোমায়
একটুকু মন ভরে,
কত কষ্ট জমেছে মাগো
তোমার আদর না পেয়ে।
পৃথিবীতে মাগো আমি
তোমার গর্বের দান,
অবাধ্য আমি হবো না কখনো
রাখবো তোমার মান।
স্রষ্টা যেন রাখে মাগো
তোমার হাসিখুশি মন,
তোমার কোলেই মরতে চাই
করেছি এই পণ।

আমার প্রিয় ফুপি

মাহজাতুল জেনান তাবাসসুম
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ, রোল : ২১
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

আমার ছিল একটা
সবুজ-লাল টুপি,
সেটা দিয়েছিল আমার
প্রিয় বেলা ফুপি।
তাঁর জীবনে ছিল অনেক
দুঃখ, কষ্ট, কান্না
সে পারত অনেক
মজার মজার রান্না।
তাঁর হাতের খাবারগুলো
ছিল বড়ই মজাদার
১২ই মে ২০১৭-এর পর
জ্ঞান ফিরল না আর।
ন্যাশনাল হাসপাতালের আইসিইউতে তুমি
ত্যাগ করলে শেষ নিঃশ্বাস,
তুমি ফিরে আসবে,
এটাই ছিল সবার বিশ্বাস।
আমার খুব মনে পড়ে
তোমার মুখের সেই হাসি,
একটা কথাই বলতে চাই
ফুপি তোমায় অনেক ভালোবাসি।

একুশের কবিতা

নুসরাত জাহান
শ্রেণি : ৫ম, রোল : ৪৯
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

হে একুশ কেমনে ভুলিব তোমার নাম।
আছো তুমি মোদের হৃদয়ে সমুজ্জ্বল;
কেড়েছো মম স্বজনের হয়ে নির্মম্
স্ব-ভাষার তরে মিছিলে রফিক দল;
ভিড় হতে বলে তিতুমীরের দুলাল;
রাষ্ট্র-ভাষা বাংলার দিতেই হবে দাম,
স্বর্ণাক্ষরে লেখা আজ বাংলার ভাষার নাম।

ব্যাঙের ছাতা

প্রিয়ন্তী সূত্রধর প্রিয়া
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ, রোল : ৩৩
শাখা : খ, শিফট : প্রভাতী

যায় না বোঝা রকমসকম
আকাশ বাতাস ঝমঝমঝম
সকাল থেকেই বৃষ্টিরাজি
বেজায় রকম কাঁদছিল।

মেঘের অসম ধমক খেয়ে
লক্ষ কোটি ছেলেমেয়ে
নাকি সুরে কাঁদছিল
জন্ম হয়নি যে শিশুটার
সেটাই কেবল বাদ ছিল!

হিলশেগুড়ি ইলশেগুড়ি
আকাশ ভরা মেঘের মুড়ি
ছাতা হাতে বেরিয়ে পড়ি
পারাপারের উপায় খুঁজি
পানির তোড়ে ভাসল পুঁজি!!

এমন সময় ওরে বাপু
হাঁটতে দেখি থাপু থাপু
মানুষরা যে ঢাকছে মাথা
হাতে নিয়ে ব্যাঙের ছাতা!!

প্রজাপতি

মাইশা রহমান
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ, রোল : ৪৭
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

প্রজাপতি, প্রজাপতি যাচ্ছ কোথায় ভাই?
তোমার মতো রং বেরংয়ের পাখা যে মোর নাই
কোথায় পেলে এমন পাখা?
নানা রঙের নকশা আঁকা।
নানা রকম ফুলের বনে
উড়ো তুমি ক্ষণে ক্ষণে
গন্ধমাখা ফুলের মধু
নাওযে তুমি আপন মনে।
গুনগুনিয়ে যাও গেয়ে গান
ভরে ওঠে আমার এ প্রাণ।
আমায় তুমি একা ফেলে।
কোন বনেতে যাচ্ছ চলে?
যেওনা ভাই প্রজাপতি
চল মোরা হই যে সাথি
মনের সুখে ঘোরা দু'জন
শুনব মোরা পাখির কূজন

দেশকে ভালোবাসি

রাইসা রাকিবা
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ২
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

দেশকে ভালোবাসি আমি,
বাবা-মাকেও ভালোবাসি,
পরের ভালো করব বলে
স্কুলেতে পড়তে আসি।
এটাই আমার দেশ,
এটাই আমার বাড়ি
বাংলাদেশের জন্য আমি
জীবন দিতে পারি।

ভেটকি মাছে লেটুস পাতা

রাইসা রাকিবা
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ২
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

ভেটকি মাছে লেটুস পাতা
টমেটো আর আলু কাটা
গাজর, শসা, ক্যাপসিকাম
কাঁচা মরিচ ঝালে ঝাম।

এই মেয়েটি

নাবিলা তাসনিম
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ০৫
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

এই মেয়েটি বড্ড রাগি
দেখলে তাকে অমনি ভাগি
এই মেয়েটা লাজুক লতা
তাকে বলি গল্প কথা
এই মেয়েটি চালাক ভারি
তার সাথে কি কথায় পারি?
এই মেয়েটি বোকাসোকা
মাথায় মারি জোরসে টোকা
এই মেয়েটি অঙ্ক জানে
খুঁজছে ধরা পাতার মানে
এই মেয়েটি হৃদয়-হরা
একলা বসে লিখছে ছড়া।